

ইসলামি জঙ্গি : সরল পাঠের 'উদ্দেশ্য' পাঠ

ফাখরুল চৌধুরী ও রোবায়ত ফেরদৌস

ফরহাদ মজহার ২৫ আগস্ট প্রথম আলোয় 'পল উলফোভিৎজ ও বাংলাদেশে বোমাবাজি'র যে সরল পাঠ লিখেছেন তার প্রতিক্রিয়া লিখতে গিয়ে আমরা দেখেছি, কথার থাকে দুই রূপ। এক রূপে কথা হয় সরল, সুন্দর, স্পষ্ট ও পবিত্র। অন্য রূপে কথা হয় ঘোরানো-পেঁচানো, অস্পষ্ট-যেখানে মিছে কথার আড়াল তুলে মানুষকে দ্বিধায় ফেলা হয়। টেক্সট ব্যাখ্যায় তিন ধরনের রিডিং বা পাঠের কথা আমরা জানি-তা সে লেখা সরল-গরল-কুটিল যা-ই হোক। **এক. আধিপত্যবাদী পাঠ :** এ ধরনের পাঠে লেখকের চিন্তার সঙ্গে পাঠক সহমত পোষণ করেন; লেখকের দিক থেকে একে 'কাজিকৃত পাঠ'ও বলে। **দুই. সাপেক্ষ পাঠ :** পাঠক এখানে লেখকের ব্যাখ্যা-বয়ান, সার্থলিপ্সা ও অবস্থানের সঙ্গে আংশিক একমত হন। **তিন. বিপরীত পাঠ :** পাঠক এখানে লেখকের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেন, লেখকের ওপরচালাকি ধরিয়ে দেন এবং আলোচ্য বিষয়ের বিকল্প ব্যাখ্যা দাঁড় করান। আমরা যদি ফরহাদ মজহারের লেখার বিপরীত পাঠ দেই তাহলে দেখব, তিনি নানাভাবে পাঠকের মনে এই সন্দেহ ঢোকানোর চেষ্টা করেছেন যে, বোমা হামলার পেছনে জামাআতুল মুজাহিদিনের (জামা-মুজা) যথেষ্ট 'মোটিভ' নেই। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ শক্তিশালী ও তাদের সাংস্কৃতিক শক্তি বিস্তৃত, এই সত্য এভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন কেন হলো?' তিনিই এর উত্তর দিচ্ছেন, 'তার মানে, আগের বোমাবাজিগুলোতে এই সত্য প্রমাণিত হয়নি। এখন হলো। আগে বাংলাদেশে নানা বিদেশী ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের কথা আমরা শুনেছি। এখন নিজেদের ঘরেই তৈরি জঙ্গিদের দল আমরা খুঁজে পেয়েছি। এটা বিরাট অগ্রগতি।'

এটি বলে পাঠককে তার কাজিকৃত যে পাঠে ফরহাদ মজহার উদ্বুদ্ধ করেন তা হলো, জামা-মুজার জন্য এটা প্রমাণের দরকার নেই যে তাদের নেটওয়ার্ক সারা দেশে বিস্তৃত। বরং এটা প্রমাণ করা দরকার ছিল অন্য কোনো পক্ষের, যারা আগের বোমাবাজিগুলোর পর প্রমাণ করতে পারেনি যে, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের কর্মজাল বেশ শক্তিশালী। সেই পক্ষটি তবে কারা? ফরহাদ মজহারের বক্তব্য অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদিবাদী-হিন্দুত্ববাদী চক্র, স্পষ্ট অর্থে উলফোভিৎজ-বিশ্বব্যাংক-আমেরিকা-ইসরায়েল-ইন্ডিয়া ও এদের এ দেশীয় এজেন্টরা হচ্ছে সেই শক্তি, যারা প্রমাণ করাতে চায় বাংলাদেশে হোমগ্রোন ইসলামি জঙ্গিরা ভয়াবহভাবে সক্রিয়। এরাই বাংলাদেশের 'ভাবমূর্তি' ক্ষুণ্ণ করে একে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' প্রমাণ করাতে চায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এটা প্রমাণিত হলে জামা-মুজার কী লাভ? এভাবে তিনি এমন একটি 'মোটিভ'কে বোমাবাজির প্রধান 'মোটিভ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান, যাতে জামা-মুজার ওপর থেকে হামলার দায় সরে যায়। আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দার মতো ফরহাদ মজহার দুর্দান্ত(?) এক 'মোটিভ' উ-ঘাটন করে বুঝিয়ে দেন 'আসল' খুনি ব্রাভো!

ফরহাদ মজহারের লেখায় আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, জামা-মুজা নিজেরা লিফলেট প্রচার করেনি বরং অন্য কেউ 'ষড়যন্ত্র' করে লিফলেট প্রচার করে ইসলামি জঙ্গিদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে; কেননা জামা-মুজা যদি একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনই হবে তাহলে মানুষ না মেরে কেবল বালুর তৈরি টাইমবোমা ফাটিয়ে কেন তারা নিজেদের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনবে? এখান থেকে তার বক্তব্য হচ্ছে-হামলা করেছে অন্য কেউ, জামা-মুজা বা কোনো ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী নয়। ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীর পক্ষে এই হলো তার ওকালতি। কিন্তু তিনি ভুলে যান, সন্ত্রাসবাদের একটি ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি থাকে। আমরা মনে করি, সন্ত্রাসবাদীরা কীভাবে ও কী উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয় সে সম্পর্কে সূচক ধারণা না থাকলেই কেবল একজনের পক্ষে ফরহাদ মজহারের মতো যুক্তি দেওয়া সম্ভব।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে সন্ত্রাসবাদের গতিধর্ম, বিশেষ করে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বৈশ্বিক ও স্থানীয়-দু ধরনের চরিত্র। বুঝে আসা দরকার, সন্ত্রাসবাদের প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু 'মানুষ মারা' বা 'সম্পদ ধ্বংস' নয়। সন্ত্রাসবাদের প্রধান উদ্দেশ্য জনমনে আতঙ্ক তৈরি করা। মানুষ যে ওরা মারে না বা সম্পদ ধ্বংস করে না তা

নয়; কিন্তু এটা সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য হাসিলের একটি উপায়মাত্র। কেন সন্ত্রাসবাদীরা জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে? করে মূলত তিনটি কারণে-এক. তারা জনমনে এমন একটি নিরাপত্তাহীনতার ধারণা তৈরি করতে চায়, যাতে নাগরিকরা ভাবে রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী জনগণের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ। দুই. সন্ত্রাসবাদের আরেকটি উদ্দেশ্য মনোযোগ আকর্ষণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জঙ্গি সংগঠন/শক্তি সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের পক্ষে মানুষের সমর্থন আদায় করাও সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য। তিন. সন্ত্রাসবাদের আরেকটি উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক চেহারাটা জনগণের সামনে উন্মোচিত করা। এ জন্য সন্ত্রাসবাদ আঘাত করে রাষ্ট্রকে। এর প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্র ধরপাকড় করে, নির্যাতন চালায়, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করে। তখন এর শিকার হয় অনেক নিরীহ মানুষ, ফলে জনগণের সামনে রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক চেহারা শুধু উন্মোচিতই হয় না, বরং দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতায় নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রের পুনঃউৎপাদন হয়ে পড়ে রুটিন ঘটনা। আর এখানেই, সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে, তাদের বিজয়। ফরহাদ মজহারের সঙ্গে তাই দ্বিমত পোষণ করে আমরা বলতে চাইছি, জামা-মুজা বা অন্য কোনো ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী ওপরের সব কারণেই বোমা হামলা ঘটাতে পারে। এ ছাড়া-

এক. হানাদারবাহিনী ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমায় ‘মানুষ না মারলেও’ দেশজুড়ে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেরেছে। মানুষের মধ্যে এ ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা বিদ্যমান রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ।

দুই. হতাহতের সংখ্যা দিয়ে জঙ্গিদের শক্তি বোঝার চেষ্টা একটি ভুল প্রেমিস। হামলাকারীদের শক্তি বুঝতে হবে তাদের পরিকল্পনা, সাংগঠনিক সামর্থ্য, নেটওয়ার্ক, অভ্যন্ত টাইমিং, টার্গেট নির্ধারণে নৈপুণ্য ও দক্ষতা দিয়ে। এসব বিবেচনায় তারা যে সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিন. এ ঘটনায় দেশী ও বিদেশী মিডিয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে ব্যাপকভাবে। শায়খ আবদুর রহমান আজ একটি মহাপরিচিত নাম। জঙ্গিরা তাদের সাংগঠনিক বিস্তার/শক্তি সম্পর্কে পৃথিবীময় ধারণা দিতে পেরেছে। অধিকাংশ পত্রপত্রিকা ওদের বাংলা ও আরবি প্রচারপত্র ছেপে দিয়েছে।

চার. রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাত করার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রকে এমনভাবে উসকানি দিয়েছে, যাতে রাষ্ট্র তীব্র নিপীড়নমূলক প্রতিক্রিয়া দেখায়। জঙ্গিদের এ উদ্দেশ্যও পুরোপুরি সফল। দেশজুড়ে দাঁড়ি-টুপিওয়ালা মানুষ, যাদের অধিকাংশই হয়তো নিরীহ-গ্রেণ্ডার হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয়ই হয়তো জামা-মুজার সদস্য। কিন্তু, রাষ্ট্রের চরিত্রই এমন যে রাষ্ট্র যখন ‘সন্দেহভাজন’ ধরতে যায় তখন একটি ‘নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে’ চিহ্নিত করে তা থেকে ‘সন্দেহভাজন’দের ধরে থাকে। যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যত স্লট তারা রাষ্ট্রকে তত বেশি উসকানি দেয়, এই সম্ভাব্য ‘সন্দেহভাজন’ গোষ্ঠী হিসেবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এর মধ্যে আনতে। রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসবাদীদের এ ফাঁদে পা দেয় তখন এতে ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করা সহজ হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র দাঁড়ি-টুপিধারী বিপুল জনগোষ্ঠীকে ‘সন্দেহভাজন’ হিসেবে চিহ্নিত করায় জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি সফল। আর রাষ্ট্র যত স্লট হয় তত তারা এ ‘সন্দেহভাজন’ গোষ্ঠী হিসেবে একটি ‘মাইনরিটি’ গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে। পশ্চিমের দেশগুলো যেমন সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের করেছে।

পাঁচ. বাংলাদেশ ও বিশ্বরাজনীতির বর্তমান গতিধর্ম বিচার করলেও জামা-মুজা বা কোনো ইসলামি জঙ্গি সংগঠনেরই এই বোমা হামলা ঘটানোর আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।

ছয়. ফিলিস্তিনি সুইসাইড বম্বাররা যখন ইসরায়েলে কিংবা কাশ্মীরি গেরিলারা যখন ভারতে হামলা চালায় তখন তারা হামলা চালায় ‘শত্রু রাষ্ট্রে’ বা ‘শত্রু টেরিটরি’তে বা বিধর্মীদের ওপর। এ ক্ষেত্রে মানুষ বা কাফের মারাটা একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। যত মানুষ মারা যাবে, সম্পদ ধ্বংস হবে ‘ওয়ার অব টেররিজম’-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ততই সফল। কিন্তু, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠন যখন হামলা চালাবে তখন জনগণ কিন্তু তাদের ‘শত্রু’

নয়। দেশের বেশির ভাগ মুসলমান তাদের ‘ভাই’ বা ‘বোন’। তাই জঙ্গিদের জন্য মানুষ মারাটা হবে কাউন্টার-প্রোডাকটিভ। হামলাকারীরা হতাহতের সংখ্যা রাখতে চাইবে মিনিমামে। মানুষ মারতে না চাওয়াটাই তাদের কৌশল। ‘মিনিমাম’ মানুষ মেরে ‘ম্যাক্সিমাম’ আতঙ্ক ছড়ানো এবং রাষ্ট্র তরফের নিপীড়নমূলক প্রতিক্রিয়া পাওয়াটাই তাদের সাফল্য। আমরা বলছি না জামা-মুজাই এ হামলা করেছে। কিন্তু ফরহাদ মজহারসহ অনেকেই প্রমাণের চেষ্টা করছেন, এটা করার জোরালো কোনো মোটিভ ওদের নেই। এর বিপরীতে জামা-মুজা বা এ ধরনের সংগঠনের কী মোটিভ থাকতে পারে হামলার পেছনে আমরা তা তুলে ধরলাম। আশা করি আমাদের প্রয়াস সামান্য হলেও দেশপ্রেমিক গোয়েন্দাদের কাজে আসবে।

শেষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে বক্তব্য ফরহাদ মজহার দিয়েছেন তাহলো-বোমা হামলার বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এর মানে কী? আমাদের কাছে এর সরল মানে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনকে ‘রাজনৈতিক সীকৃতি’ দিতে হবে এবং কবুল করতে হবে যে, ১৭ আগস্টের বোমা হামলা আসলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। বোমাবাজি আর খুন-জখম করে এরা যদি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তার কথা অনুযায়ী, তখনো এর সীকৃতি আমাদের দিতে হবে। হায়! নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি আর অস্ত্রবাজির পার্থক্য কি ভুলে যাওয়া যায়? ‘এন্ডস জাস্টিফাই দ্য মিন্স’-ইসলামি জঙ্গিদের জন্য এই দায়িত্বহীন ‘ম্যাক্সিমাম’ কৌশল বাতলে দিয়ে রাষ্ট্রকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার পায়তারা এটি? প্রশ্ন রইল।

ফাখরুল চৌধুরী : সাংবাদিক।

রোবায়ত ফেরদৌস : সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উৎস : প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

ফরহাদ মজহারকে বিশ্লেষণ করে মুক্ত-মনার কিছু প্রবন্ধ :

- [অলস দিনের ভাবনা : অভিজিৎ রায়](#)
- [জিহাদ ও শ্রেণী সংগ্রামতত্ত্বের আড়ালে কি ঘটছে? ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন](#)